প্রাথমিকে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা কমছে না

সংবাদ : রাকিব উদ্দিন | ঢাকা , শনিবার, ০৬ এপ্রিল ২০১৯

শ্রেণী কক্ষে অবস্থানের সময় আরও বেড়েছে

অসন্তোষ, হতাশা শিক্ষক অভিভাবকদের

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিশুদের পাঠ্যসূচির চেয়ে বেশি শিক্ষা কার্যক্রম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর শিশুদের মাধ্যমিক স্তর এমনকি ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষার্থীদের চেয়েও বেশি সময় শ্রেণীকক্ষে থাকতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার শিশুদের ওপর থেকে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা ও লেখাপড়ার চাপ কমানোর নির্দেশনা দিলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি শিশুদের বিদ্যালয় কক্ষে অবস্থানের সময় আরও বাড়িয়েছে। আর বইয়ের বোঝাও কমছে না। এ জন্য তীব্র অসন্তোষ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদরা। এ নিয়ে

ফেসবুক, টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনাও হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ২০১৯ সালের চতুর্থ শ্রেণীর ‘ইংলিশ ফর টুডে’ পাঠ্য বইয়ের ২৮ ও ৩২ পৃষ্ঠায় বিদ্যালয়ের সময়সূচি সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত দেয়া রয়েছে। অথচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এক আদেশে বিদ্যালয়ের সময়সূচি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে।

এদিকে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০’-এ বিদ্যালয়ের সময়সূচি সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাপ্তাহিক মোট কার্য সময় ৩৬ ঘণ্টা। এর মধ্যে ১৮ ঘণ্টা পাঠদান এবং বাকি ১৮ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন ৬ ঘণ্টা, অনুশীলনী তৈরি ৮ ঘণ্টা এবং অন্যান্য কাজ ৪ ঘণ্টা। আর ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী এবং মাধ্যমিকের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সময়সূচি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাপ্তাহিক মোট কার্য সময় হবে ৪০ ঘণ্টা। এর মধ্যে ২৪ ঘণ্টা পাঠদান, এবং বাকি সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন ৬ ঘণ্টা, অনুশীলনী তৈরি ৬ ঘণ্টা ও অন্যান্য কাজ ৪ ঘণ্টা।

এ ব্যাপারে জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ‘ফেসবুকে’ লিখেছেন, ‘কোমলমতি শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব বিবেচনায় পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে মিল রেখে বিদ্যালয়ের সময়সূচি করা হোক। কারণ

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আমরা পাঠ্যবইয়ে পড়ায় এক রকম, আর বিদ্যালয় ছুটি হয় আরেক সময়! হাইস্কুল ছুটি হয় আমাদের ছুটির আগে, আর কলেজের কোন ধরাবাঁধা সময়সূচি নেই। বয়সের তুলনায় ছোট হয়েও দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থানN এ সময়সূচির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে এর সদুত্তর দিতে পারিনি।'

ওই শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'বর্তমানে হাইস্কুলের সময়সূচি হলো- সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। কলেজের সময়সূচি আরও কম। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যত উপরের ক্লাসে উঠছে এরা ততবেশি রিলাক্স করছে; আর শিশুদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছি!'

নারায়ণগঞ্জের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'নতুন পাঠদান সূচি অনুযায়ী দীর্ঘ সময় শ্রেণীকক্ষে থেকে প্রায়ই অনেক বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পরছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়মিত অবহিত করছি। তারা বলছেন, শীঘ্রই এই সময়সূচি সংশোধন করা হবে।'

এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'একদিকে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত শিক্ষানীতি, আরেকদিকে আমলাতন্ত্র- এই দ্বৈত শাসনের ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষানীতি যদি অনুসরণ করা না হয় তাহলে সেটি তৈরি করা হলো কেন'

এই শিক্ষাবিদ আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন, শিশুদের ওপর থেকে বই ও লেখাপড়ার চাপ কমাতে। কিন্তু বাস্তবে এর উল্টো হচ্ছে; শিশুদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পরছে। এটাতো চলতে পারে না।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চার বছর আগেও এক শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসের সূচি ছিল সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে এই সূচি কমানোর দাবি জানিয়ে আসছিল। এজন্য অঘোষিতভাবে গত ৪/৫ বছর এই সূচি বাস্তবায়ন কিছুটা শিথিল ছিল।

কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আকরাম-আল-হোসেন গত ৩০ জানুয়ারি এক পরিপত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কার্যক্রমের নতুন সময় নির্ধারণ করেছেন। এতে শ্রেণী কার্যক্রমের সময় আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং পরিপত্র অনুসরণ করতে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে; কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন ইতোমধ্যে সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছেন নতুন সূচি পাল্টানোর জন্য। এমনকি সচিবের নতুন পরিপত্র নিয়ে খোদ মন্ত্রণালয়ের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তাই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

প্রাথমিকে পাঠদানের নতুন সূচি : সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী, এখন থেকে ঢাকা মহানগরীতে শীতকালে (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা ৪৫

মিনট পর্যন্ত। ঢাকা মহানগরীতে গ্রীষ্মকালে (মার্চ থেকে নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর সোয়া ২টা পর্যন্ত পাঠদান। আর সারাদেশে (ঢাকার বাইরে) পাঠদানের সময় হবে সকাল সোয়া ৯টা থেকে সোয়া ৪টা পর্যন্ত। এর মধ্যে এক শিফটের স্কুল ১ম ও ২য় শ্রেণী সকাল সোয়া ৯টা থেকে দুপুর সোয়া একটা এবং ৩য় থেকে পঞ্চম শ্রেণী সকাল সোয়া ৯টা থেকে বিকেল সোয়া ৪টা।

এছাড়া দুই শিফটের স্কুলে ১ম ও ২য় শ্রেণী সকাল সোয়া ৯টা থেকে দুপুর সোয়া ১২টা এবং ৩য় থেকে পঞ্চম শ্রেণী দুপুর সোয়া ১২টা থেকে বিকেল সোয়া ৪টা।

বিদ্যালয়গুলোতে বেধে দেয়া সময় অনুযায়ী শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষক কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা মনিটরিং করবেন। পাশাপাশি প্রতি মাসে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলা হয়েছে পরিপত্রে।

ভিন্ন মত গণশিক্ষামন্ত্রীর : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন ২২ মার্চ ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক মতবিনিময়ে অংশগ্রহণকালে সেখানে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের নতুন সূচির বিষয়টি মন্ত্রীর নজরে আনেন।

এর প্রেক্ষিতে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ‘মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক শিফট চালু করে স্কুল সময় কমিয়ে আনা হবে।’ তিনি

শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, ‘আপনাদের দাবি মানা হবে, আপনাদেরও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।’

শিশুদের বোঝা বাড়ছে : বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ছয়টি আবশ্যকীয় বিষয় পড়ানো হয়; বিষয়গুলো হলো- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা। এছাড়াও সমাবেশ, ক্লাব স্কাউট, শরীরচর্চা, সংগীত, চারুকারু শেখানো হয়। শ্রেণী শিক্ষকরাই বলছেন, প্রতিদিন একটানা এসব বিষয় শিশুর জন্য বোঝাস্বরূপ। শিশুর শরীরেও বোঝা বাড়ছে। ছয়টি বইয়ের জন্য প্রতিটি শিশুকে ছয়টি খাতা, পেনসিল বক্স, টিফিন বক্স, পানির বোতলসহ ব্যাগ পিঠে বয়ে নিতে হচ্ছে। যদিও রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা সদরের অনেক স্কুলেই সরকারের পাঠ্যসূচির পাশাপশি সহায়ক পুস্তকের নামে শিশুদের অতিরিক্ত বই পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘শিশুদের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত চাপ দেয়া উচিত না। তাদের পড়াশোনাটা তারা যেন খেলতে খেলতে, হাসতে হাসতে সুন্দরভাবে নিজের মতো করে নিয়ে পড়তে পারে সেই ব্যবস্থাটাই করা উচিত। সেখানে অনবরত পড়, পড়, পড় বলাটা বা তাদের ধমক দেয়াটা... আরও বেশি চাপ দিলে শিক্ষার উপর আগ্রহটা কমে যাবে। একটা ভীতি সৃষ্টি হবে। সেই ভীতিটা যেন

সৃষ্ট না হয় সেজন্য আমাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের আমি অনুরোধ করব।’

শিক্ষকদের আন্দোলন : এদিকে শিশুবান্ধব অভিন্ন কর্মঘণ্টা ও পাঠ্যবই প্রণয়নের দাবিতে গত ২১ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের ব্যানারে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন, বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান।

মানববন্ধনে শিক্ষক নেতারা বলেন, ‘প্রাথমিকের সময়সূচি সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত যা মোটেই শিশুবান্ধব নয়। শিক্ষার্থী সংকটের বেহাল দশা দূরীকরণে সব শিক্ষার্থীর অভিন্ন কর্মঘণ্টা অতীব জরুরি।’